৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা সাহিত্য

লেকচার: 03

Topic:
মধ্যযুগ ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান

- ✓ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে।
- ✓ ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।
- ✓ মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল,কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেম কাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে।
- ✓ মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাহিরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান।

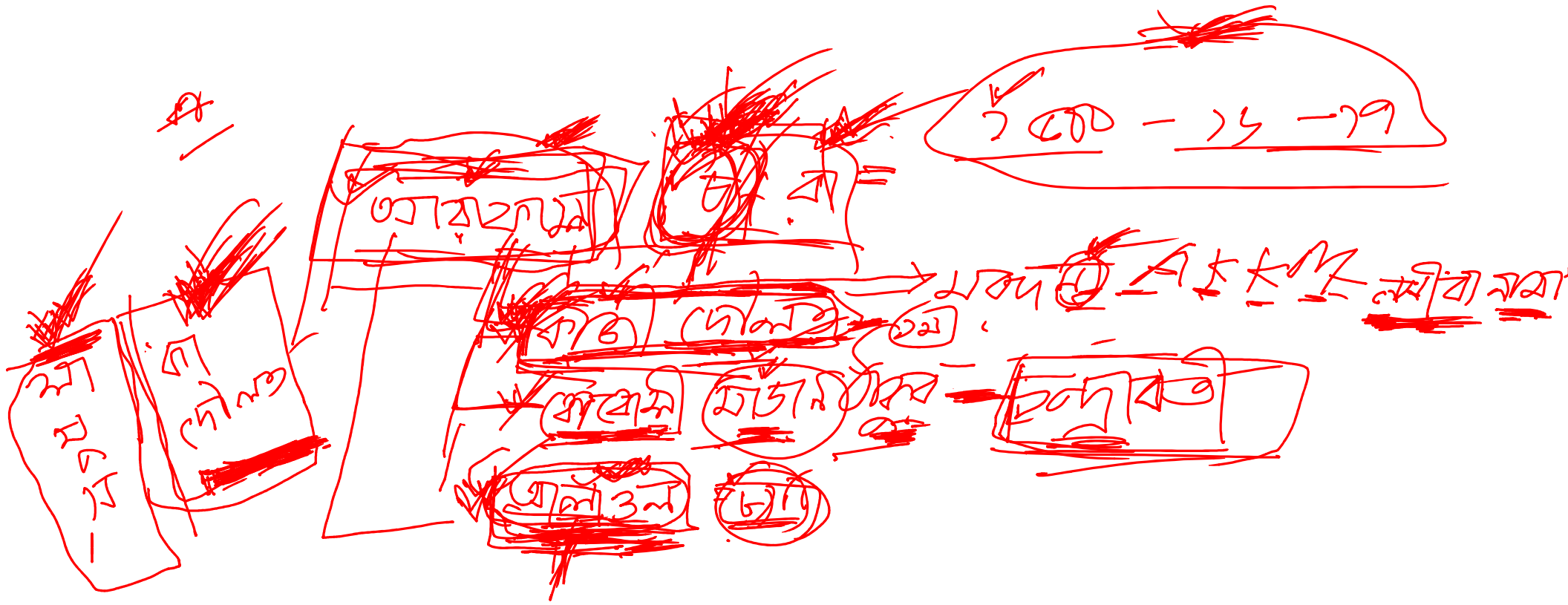

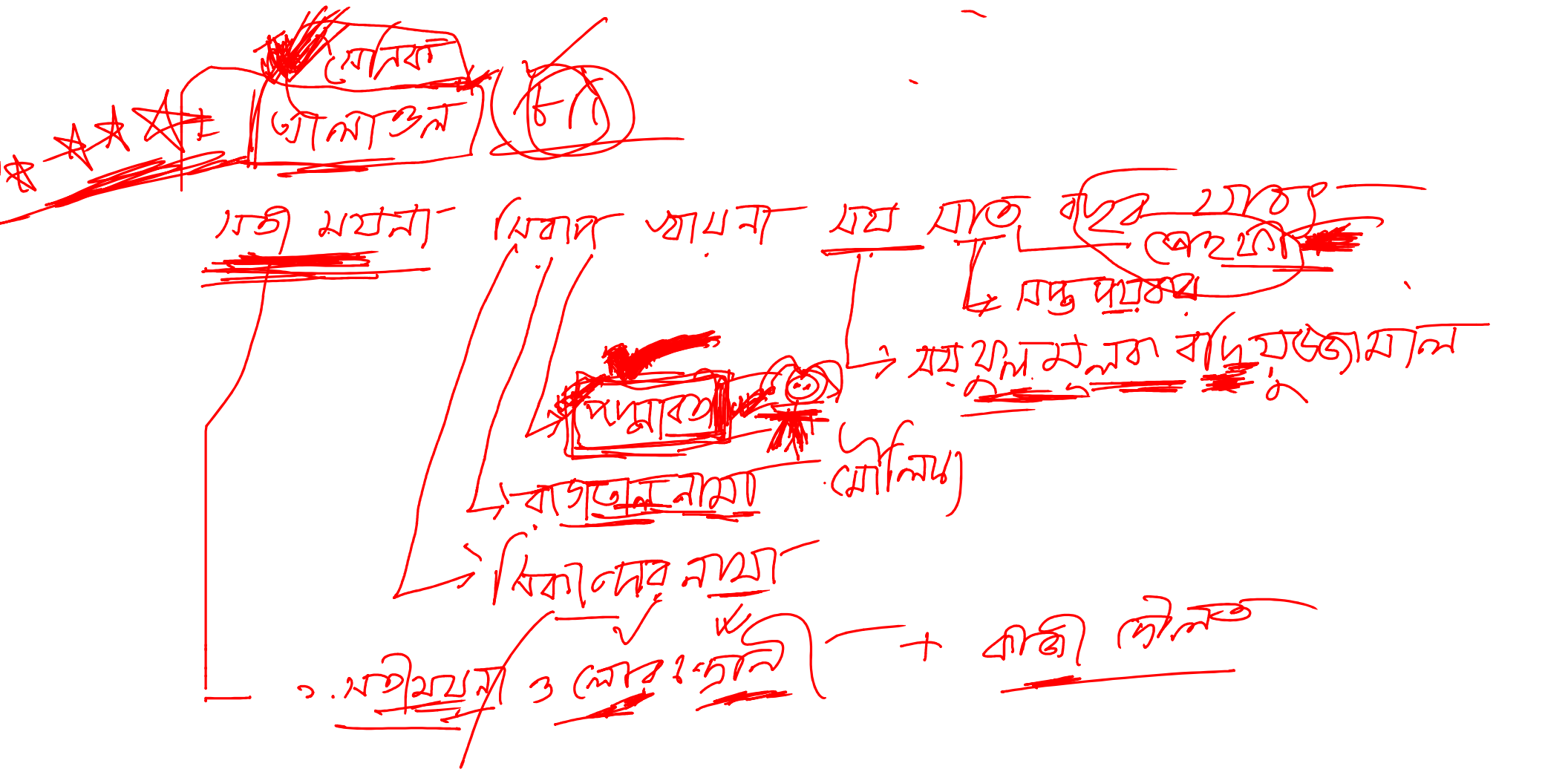

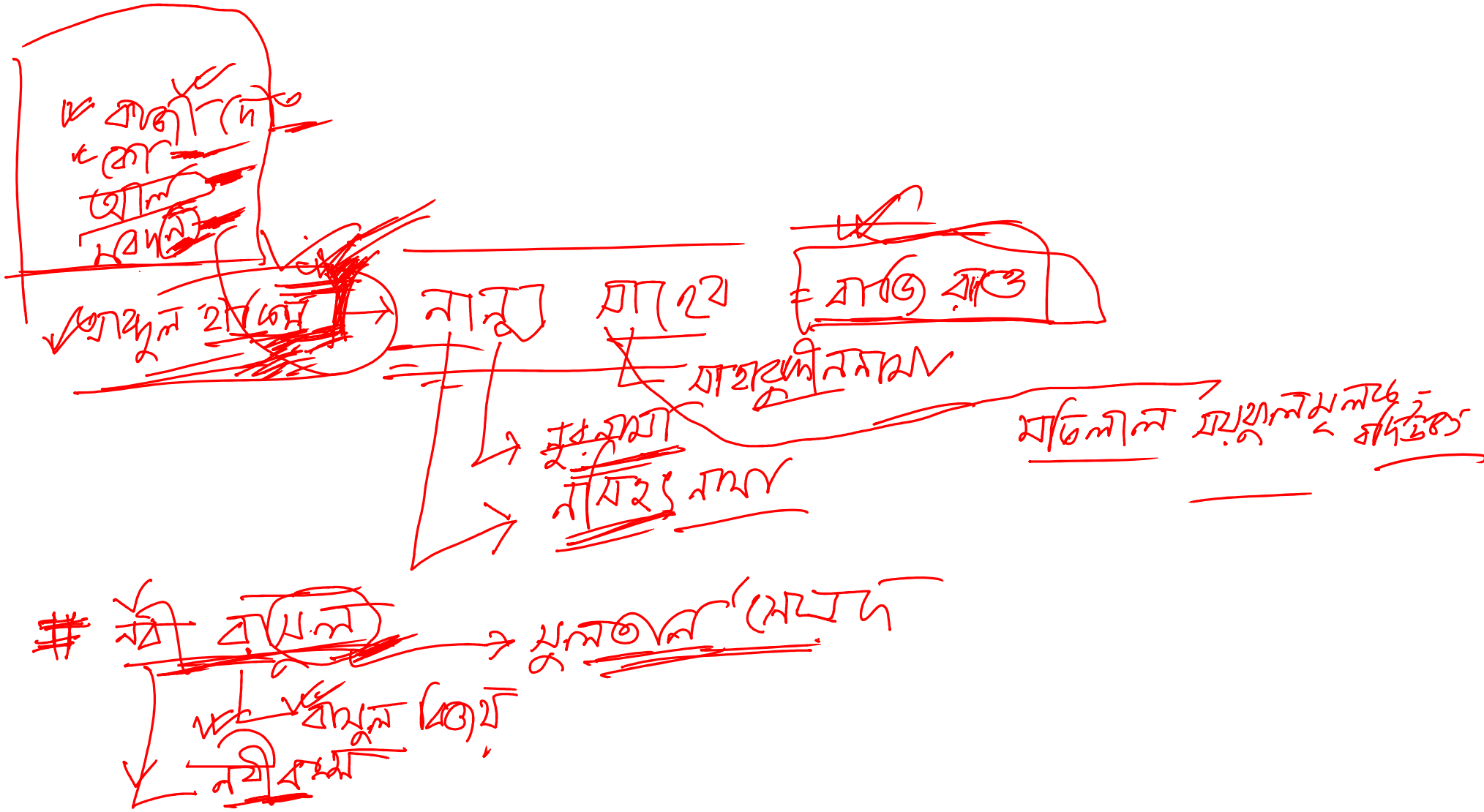

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান

- ✓ এ ধারার প্রথম কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।
- ✓ তিনি গৌড়েশ্বর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন।
- ✓ এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি – সৈয়দ আলাওল।
- ✓ রোমান্টিক ধারার আরেকজন বিখ্যাত কবি হলেন- দৌলত উজির বাহরাম খান।
- ✓ এ ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিঃ

লায়লী মজনু - দৌলত উজির বাহরাম খান

পদ্মাবতী – আলাওল

মধুমালতী – মুহম্মদ কবীর

ইউসুফ- জুলেখা – শাহ মুহম্মদ সগীর

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান

উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
ইউসুফ-জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ফারসি	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা (কবি- জামী)
সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী (১ম ২ খণ্ড), আলাওল (শেষ খণ্ড)	হিন্দি	মৈনাসত , চন্দ্রায়ন
লাইলী-মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান , মুহম্মদ খাতের	ফারসি	লায়লা ওয়া মজনুন ,কবি–নিজামী
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, শাকের মুহম্মদ	হিন্দি	মধুমালত , কবি – মনঝন
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
পদ্মাবতী	আলাওল	হিন্দি	পদুমাবৎ কবি- মালিক মুহম্মদ জায়সী
তোহফা	আলাওল	ফারসি	তোহফাতুন নেসায়েহ কবি- ইউসুফ গদা
হপ্ত পয়কর	আলাওল	ফারসি	হফত পয়কর (নিজামী)
সিকান্দর নামা	আলাওল	ফারসি	সেকেন্দার নামা (নিজামী গঞ্জবীর)

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান

উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর		অজ্ঞাত
নূরনামা	আব্দুল হাকিম, আব্দুল করিম	ফারসি	অজ্ঞাত
নসিহৎনামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
সাহাবুদ্দীননামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
লালমতি সয়ফুলমুলুক	আব্দুল হাকিম	-	-
হানিফা কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	ফারসি	অজ্ঞাত
গুলে বকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহাম্মদ মুকীম	ফারসি	তাজমূলক গুল-ই-বকাওলী
মৃগাবতী	মুহাম্মদ মুকীম	-	-
গদা মল্লিক	শেখ সাদী	-	-
শাহনামা	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	ফারসি	শাহনামা , কবি- ফেরদৌসি
নসীরানামা	মরদন	-	-

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান

উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
দুররে মজলিশ, হাজার মসাইল, নূরনামা	আব্দুল করীম খন্দকার	-	-
রিজওয়ান শাহ	শমসের আলী	-	-
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	আরবি	কিসাসুল আম্বিয়া
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান, দ্বিজ শ্রীধর	-	-
রসূল বিজয়	সৈয়দ সুলতান	-	-
হাতেম তাই	সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা, আব্দুল নবী	-	-

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক

কবি	কাব্য	পৃষ্ঠপোষক
কৃত্তিবাস	রামায়ণ	জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ
শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ
আলাওল	পদ্মাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর
বিজয় গুপ্ত	পদ্মপুরাণ	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসা বিজয়	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
যশোরাজ খান	বৈষ্ণব পদাবলি	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
জৈনুদ্দিন	রসূল বিজয়	শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ
আফজাল আলি	বৈষ্ণব পদ	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ
শ্রীধর দাস	বিদ্যাসুন্দর	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

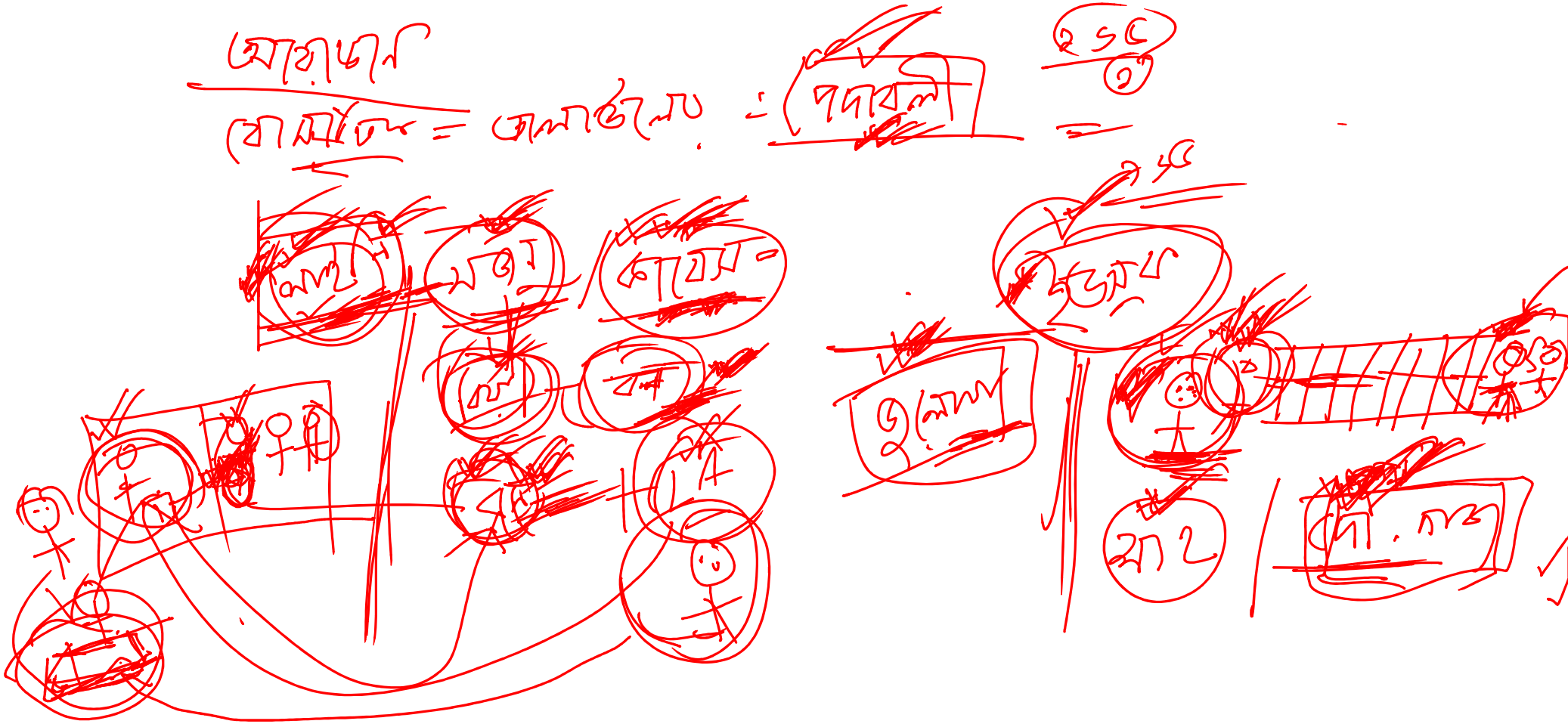

POLL QUESTION-01

- লাইলী মজনু উপাখ্যান কোন দেশের ?

(a) মিশর

(b) ইরান

(c) ইরাক

(d) ভারত

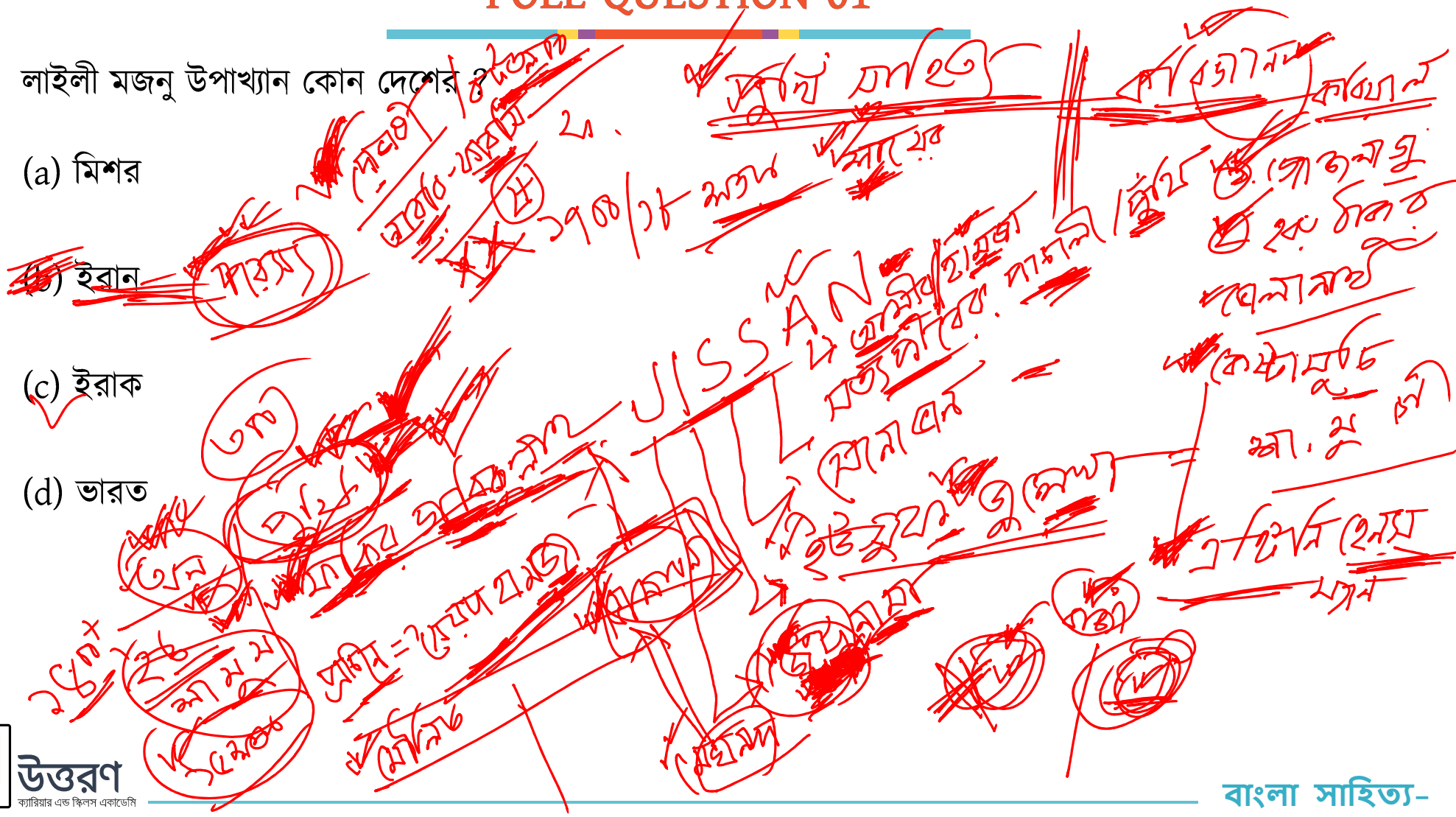

আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

- ✓ আরাকান অঞ্চলটি বর্তমানে মিয়ানমারের 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত একটি প্রদেশ। এটি এক সময়ের স্বাধীন রাজ্য এবং মুসলমানদের শান্তিময় বাসস্থান ছিল।
- ✓ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মারাজা বোদাপায়া আরাকান দখল করে বার্মার অধীনে নেন।
- ✓ এর আগে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে আরাকানের স্বাধীন সত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়।
- ✓ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক দখল করার আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলও আরাকানের অধীনে ছিল। ফলে চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে আরাকানেও তা সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।
- ✓ রোহিঙ্গারাই আরাকানের প্রথম বসতি স্থাপনকারী মূল ধারার সুন্নি মুসলমান। জন্মগতভাবেই তারা আরাকানের নাগরিক, তাদের হাতেই পরিপুষ্টি অর্জন করেছে আরাকানের ইতিহাস-ঐতিহ্য। মহাকবি আলাওলসহ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় কবিরা আরাকানের রাজধানী মোহেংয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং আরাকানের রাজধানীকে তাদের সাহিত্যে রোহাঙ ও রোসাঙ নামে উল্লেখ করেছেন। এ রোহাঙের অধিবাসীদেরকেই রোহিঙ্গা বলা হতো।

আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

- ✓ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর বাংলাদেশের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
- ✓ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য এক সময় আরাকান নামে পরিচিত ছিল এবং বাংলার সাথে তার সংযোগ বহু দিনের পুরনো। কয়েক শতাব্দী আগে রোসাং রাজসভায় আরাকান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।
- ✓ দীর্ঘদিন আরাকান রাজ্যের অধীনে শাসিত হত চট্টগ্রাম। ফলে মুসলিম সমাজ সংস্কৃতির সাথে চট্টগ্রাম আরাকানের একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে।
- ✓ আরাকানের রাজধানী ছিল মোহাং। মোহাং এর বিকৃত উচ্চারণ রোহাং বলা হত। আর রোহাং কে লেখা হত রোসাং।
- ✓ কবিরা রোসাং কে অভিহিত করেছেন রোসাঙ্গ নামে।

আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

- ✓ আরাকান রাজসভায় যেসব কবি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল, আবদুল করীম খোন্দকার, শমসের আলী প্রমুখ। এঁরা আরবি-ফারসি কিংবা হিন্দি থেকে উপকরণ গ্রহণ করলেও মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।
- ✓ আরাকান রাজসভার প্রথম কবি দৌলত কাজী এবং শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল (সপ্তদশ দশক)।
- ✓ আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রাউজানের সুলতানপুরের কাজী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ মহাকবি আলাওলের মৌলিক রচনা – রাগতালনামা , পদাবলি ।

আরাকান রাজসভার কবিগণ

দৌলত কাজীঃ

- ✓ চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের কাজি বংশের সন্তান কবি দৌলত কাজী আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চা করেন। এমনকি তিনি আরাকানে রাজসভার কাজির পদেও নিযুক্ত ছিলেন।
- ✓ বাস্তববাদী এ কবি মধ্যযুগকে পেছনে ফেলে সমকালীন আধুনিকতা বিনির্মাণের জন্য সাহিত্যের গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্য করেন।
- ✓ তিনি আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার রাজত্বকালের (১৬২২-১৬৩৮ খ্রি.) মধ্যেই তার লস্কর উজির আশরাফ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার কাব্য সমাপ্ত করার আগেই মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান।

শ্রী আশরফ খান / ধর্মশীল গুণবান
মুসলমান সবার প্রদীপ
সে রসুল-পরসাদে / গুরুজন আশীর্বাদে
রাজসখা ইউক চিরঞ্জীব ॥

(সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী)

আরাকান রাজসভার কবিগণ

আলাওলঃ

- ✓ মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি মহাকবি আলাওল।
- ✓ তিনি আরাকানে অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি করলেও অচিরেই তিনি আরাকানের মুসলিম মন্ত্রীদের সুনজরে আসেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন।
- ✓ তাঁর রচিত পদ্মাবতী যা আরাকানরাজ থদো মিংদারের (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) শাসনামলে রাজসভার প্রভাবশালী অমাত্য ও কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন।
- ✓ 'সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা' অংশে কবি আরাকানের অমাত্যসভা কর্তৃক মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন।
- ✓ কবির ভাষায়:

ওলামা সৈদ শেখ যত পরদেশী / পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি ॥
কাহাকে খতিব কাকে করন্ত ইমাম/নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম ॥ (পদ্মাবতী)

আরাকান রাজসভার কবিগণ

আলাওলঃ

✓ কবির ভাষায়: বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে বৈসেন্ত/সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত ॥ (পদ্মাবতী)

এখানে কবি আলাওল আরাকানের রাজধানী রোহাঙ কে রোসাঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন যে, আঞ্চলিকভাবে উচ্চারণগত পাথর্ক্যরে কারণে হ অক্ষরটি স হিসেবে উচ্চারিত হয়ে রোহাঙ শব্দটি রোসাঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে।

- মহাকবি আলাওল আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) শাসনামলে আরাকানের সৈন্যমন্ত্রী মুহাম্মদ সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্যটি সমাপ্ত করেন। সমকালীন আরাকানের প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব ও উদার নৈতিক মূল্যবোধ এ কাব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। মূলত এটি ছিল কবির মৌলিক রচনা।
- তিনি আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল রচনা শুরু করেন। কবির রচিত হামদ-নাত অংশের চরণগুলোতে কবির অন্তরাত্মার লালিত ইসলামের সুমহান আদর্শ, বিশ্বাস অনুভূতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ভাবৈশ্বর্য ফুটে উঠেছে।
- আলাওল ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হপ্তপয়কর কাব্যটি রচনা করেন।

আরাকান রাজসভার কবিগণ

আলাওলঃ

- তোহফা মহাকবি আলাওলের একটি অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ।
- গ্রন্থটি ১৬৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে কবি আলাওল আরাকানের মহামাত্য মুহম্মদ সোলায়মানের আদেশে এর কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন। কাব্যটি আলাওলের অনূদিত কাব্য হলেও অন্যান্য কাব্যের মতো এখানেও তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন।
- এছাড়াও সিকান্দরনামা আলাওলের শেষ কাব্যগ্রন্থ।
- কবি আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রি.) প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিশের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি রচনা করেন।
- অনূদিত কাব্য হলেও এটি যেমন ছিল স্বাধীন ও ভাবানুবাদ তেমনি কাব্যের বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব রচনাও বিদ্যমান।

আরাকান রাজসভার কবিগণ

কোরেশী মাগন ঠাকুরঃ

- ✓ কোরেশী মাগন ঠাকুরও মধ্যযুগের একজন মৌলিক কবি।
- ✓ মৌলিক রচনার সঙ্কটকালে কোরেশী মাগন ঠাকুরের চন্দ্রাবতী কাব্য একটি বিরল উদাহরণ।
- ✓ কবির উদ্ধারকৃত চন্দ্রাবতীর ভণিতা অংশ উদ্ধার না হওয়ায় তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। তবে যেহেতু কবি আলাওল কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৪৬-১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেছেন এবং তখন তাঁকে আরবি-ফার্সি ভাষায় পারদর্শী, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত, ভেষজ ও যাদু বিদ্যায় দক্ষ এবং কাব্য ও নাট্যকলায় অনুরাগী বলে উল্লেখ করেছেন।
- ✓ হয়তো আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য রচনার পরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। যদি আগেই রচনা করতেন তবে আলাওল তার পদ্মাবতী কাব্যে এ বিষয়ে উল্লেখ না করে ছাড়তেন না।

আরাকান রাজসভার কবিগণ

কবি মরদনঃ

- ✓ কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক কালের কবি ছিলেন মরদন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম তাঁর নাম মরদন নুরুদ্দীন বলে উল্লেখ করেন।
- ✓ তিনি আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা ওরফে সিকান্দার শাহ দ্বিতীয়ের শাসনামলে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রি.) কাব্য চর্চা করেন। কবি মরদন কর্তৃক উপস্থাপিত আরাকানের কাঞ্চি নগরে মুসলিম ও হিন্দু বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত মুসলমান প্রভাব খুব বেশি লক্ষ্যণীয়।
- ✓ তাঁর রচিত কাব্যের নাম নসীবনামা।
- ✓ কবির ভাষায়:

ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী / রাবনের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী ॥

সে রাজ্যেত আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী/ মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী ॥

আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ / কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন ॥

(নসিবনামা আহমদ শরীফ সম্পাদিত)

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতান (আনুঃ ১৫৫০-১৬৪৮), বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় কবি। তিনি হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার (প্রাচীন তরফ রাজ্যের রাজধানী) লস্করপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার রচনাবলী আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হলে, অধ্যাপক আসাদ্দর আলী তার গবেষণা ভিত্তিক রচনায় লিখেন মহাকবি সৈয়দ সুলতান সিলেট বিভাগের হবীগঞ্জ জেলায় জন্ম।

তিনি বহু পরমার্থ বিষয়ক সংগীত রচয়িতা। তার অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে "নবী বংশ"', জ্ঞান প্রদীপ, জ্ঞান চৌতিশা, জয়কুম রাজার লড়াই এবং শবে মেরাজ। তার শবে মেরাজ গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫০০ সালের শেষভাগ।

নবীবংশ কাব্যের প্রথম ৪ লাইনঃ

প্রথমে প্রণমি প্রভু অনাদি নিধান

নিমিষে সৃজিছে যেই এ চৌদ্দ ভুবন ।

আদি অন্ত নাহি তার নাহি স্থান স্থিত ।

খন্ডন বর্জিত রূপ সর্বত্রে ব্যাপিত ।

দ্বিজ বংশীদাস

- দ্বিজ বংশী দাস ষোড়শ শতাব্দীর একজন বাঙালি কবি। তার রচনাগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল অন্যতম।
- তার নিবাস অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটোয়ারী বা পাটুরী গ্রামে। পিতা যাদবানন্দ দাস ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। দ্বিজ বংশীর স্ত্রীর নাম সুলোচনা।
- দ্বিজ বংশী ও সুলোচনার একমাত্র সন্তান চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি।
- বংশীদাস সংস্কৃত, পুরাণ, আগম ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- হেঁয়ালির ভাষায় প্রদত্ত বংশীদাসের কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৭ শকাব্দ (১৫৭৫/৭৬ খ্রি)।
- কাব্যে 'মঘ-ফিরিঙ্গি', 'বন্দুক-পলিতা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখে অনেকে মনে করেন, কবি সতেরো শতকে আবির্ভূত হন। তবে এগুলি গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্তও হতে পারে।
- দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে পুরাণ, তন্ত্র ও আগমের বহু দৃষ্টান্ত আছে। তিনি মনসামঙ্গল ছাড়াও সংস্কৃতে কৃষ্ণগুণার্ণব ও বাংলায় রামগীতা, চন্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

আব্দুল হাকিম

- আবদুল হাকিম (জন্ম : ১৬২০ - মৃত্যু : ১৬৯০) মধ্যযুগের বিখ্যাত বাঙালি কবি।
- তিনি তার রচিত বঙ্গবাণী কবিতার জন্য অধিক পরিচিত।
- তিনি বেশ কিছু ফার্সি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।
- বাঙালি হিসেবে তার গর্ববোধ ছিল। সেসময় একশ্রেণির লোকের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার জবাবে তিনি তার নূরনামা কাব্যে লিখেছিলেন :

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।

গ্রন্থ

- ইউসুফ-জুলেখা
- নূরনামা
- চারি মোকাম ভেদ
- লালমতি
- সয়ফুলমুলক
- নসিহৎনামা
- কারবালা ও শহরনামা
- শাহাবুদ্দিননামা

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

- রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ – ১৭৬০) অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। হাওড়া জেলার পেড়ো-বসন্তপুরে জন্ম হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি নদীয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।
- অন্নদামঙ্গল ও এই কাব্যের দ্বিতীয় অংশ বিদ্যাসুন্দর তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে আশ্চর্য নতুন এক বাগভঙ্গি ও প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতায় নিপুণ ছন্দপ্রয়োগ ছিল তার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। যথাযথভাবেই রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যকে তুলনা করেন "রাজকণ্ঠের মণিমালা"-র সঙ্গে।
- ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনা প্রণালীতে অন্নদামঙ্গল রচনা করতে শুরু করেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপরে রাজার আদেশে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। বিদ্যাসুন্দর রচনার পরে ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী পুস্তকটি রচনা করেন। এছাড়াও সত্যপীরের কথা, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক ইত্যাদি রচনা করেন।
- তার আর একটি বিখ্যাত কাব্য সত্যপীরের পাঁচালী। ভারতচন্দ্র ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর সাথে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়।
- ভারতচন্দ্রের কিছু বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে– 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'।
- 'আমার সন্তান যেনো থাকে দুধে ভাতে'– উক্তিটি করেছিলেন মাঝি ঈশ্বরী পাটনী ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে।

এন্টনি ফিরিঙ্গি

- অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বা হ্যান্সম্যান অ্যান্টনি (ইংরেজি: Anthony Firingee বা Hensman Anthony) (জন্ম: ১৭৮৬ - মৃত্যু: ১৮৩৬), যিনি প্রথম ইউরোপীয় বাংলা ভাষার কবিয়াল। তিনি একজন পর্তুগীজ। তিনি কবিগানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
- পর্তুগীজ নাগরিক হ্যান্সম্যান ১৯শতকের প্রথম দিকে বাংলাতে আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ফরাসডাঙ্গা নামক এলাকায় বসবাস শুরু করেন। প্রথমে তার বাংলা গানগুলোর বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ, পরে এন্টনি ফিরিঙ্গি নিজেই গান বাঁধতে পারদর্শী হন। ভালবেসে গান গাইতেন, জাতি ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে উঠে তার গানে মানুষ ও মানবতার কথা পাওয়া যায়। তার অন্যতম জনপ্রিয় গানটি হলো 'সাধন ভজন জানিনে মা, জেতে তো ফিরিংগি '। তিনি সৌদামিনি নামক এক হিন্দু ব্রাহ্মণ মহিলাকে সতীদাহ হওয়ার থেকে উদ্ধার করেন ও বিবাহ করেন।
- তাঁর জীবন নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। এরমধ্যে ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উত্তম কুমার অভিনীত বিখ্যাত চলচ্চিত্র অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রণিধানযোগ্য। এখানে কবিয়াল ভোলা ময়রার সাথে তার কবিগানের লড়াই দেখানো হয়েছিল।
- এছাড়া ২০১৪ সালে মুক্তি পায় তাঁর জীবন ও বর্তমান প্রজন্মে তাঁর পুনর্জন্ম মিলিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়সহ তারকামণ্ডিত চলচ্চিত্র জাতিস্মর।

রামপ্রসাদ সেন

- "কবিরঞ্জন" রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮ বা ১৭২৩ – ১৭৭৫) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি শাক্ত কবি ও সাধক। তিনি শাক্ত পদাবলির বিখ্যাত কবি ছিলেন। বাংলা ভাষায় দেবী কালীর উদ্দেশ্যে ভক্তিগীতি রচনার জন্য তিনি সমধিক পরিচিত; তার রচিত "রামপ্রসাদী" গানগুলি আজও সমান জনপ্রিয়।
- রামপ্রসাদ সেনের উল্লেখযোগ্য রচনা হল বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও শক্তিগীতি।
- বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত ধারা বাউল ও বৈষ্ণব কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর মিশ্রণে তিনি বাংলা সংগীতে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করেন। রামপ্রসাদী সুর নামে প্রচলিত এই সুরে পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ বহু সংগীতকার গীতিরচনা করেছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনুরোধে রামপ্রসাদ একবার তার সভাতেও গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।
- রামপ্রসাদ তার বিদ্যাসুন্দর কাব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধিও প্রদান করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি লাইন নিম্নরূপঃ

  মন রে কৃষি কাজ জান না।

  এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।।

POLL QUESTION-02

✪ তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে- উক্তিটি কার লেখা ?

(a) শাহ মুহম্মদ সগীর

(b) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

(c) আলাওল

(d) আমীর হামজা

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ফরিদপুর
(খ) সিলেট
(গ) কৃষ্ণনগর
(ঘ) চট্টগ্রাম

➲ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি- [২৯ তম ও ১২তম বিসিএস]

(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর
(খ) সাবিরিদ খান
(গ) শেখ ফয়জুল্লাহ
(ঘ) মুহাম্মদ কবীর

➲ 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছে- [২৩তম বিসিএস]

(ক) দৌলত উজির বাহরাম খান
(খ) মাগন ঠাকুর
(গ) আলাওল
(ঘ) শাহ্ মুহম্মদ সগীর

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য- [১২তম বিসিএস]

(ক) ইউসুফ জুলেখা
(খ) রসুল বিজয়
(গ) নূরনামা
(ঘ) শবে মেরাজ

➲ 'চন্দ্রাবতী' কী? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) নাটক
(খ) কাব্য
(গ) পদাবলি
(ঘ) পালাগান

➲ 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) দৌলত কাজী
(খ) মাগন ঠাকুর
(গ) সাবারিদ খান
(ঘ) আলাওল

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ 'হপ্ত পয়কর' কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) সৈয়দ আলাওল (খ) জৈনুদ্দিন

(গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) অমিয় দেব

➲ "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" –অর্থ কী? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হল

(খ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল

(গ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল

(ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

➲ দ্রৌপদী কে? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) রামায়ণে সীতার সহচরী (খ) মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী

(গ) রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয়প্রার্থী নারী (ঘ) মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী

আরাকান রাজসভার কবিগণ

অন্যান্য কবিগণঃ

- ✓ আরাকান প্রশাসন প্রভাবিত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী মুসলিম কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার। এ কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যথা জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল ও শরীয়তনামা।
- ✓ আরাকানের অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কবি আবদুল করিম খোন্দকার। তিনি আরাকানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তিনটি কাব্য রচনা করেছেন যথাঃ 'দুল্লাহ মজলিশ', হাজার মাসায়েল এবং তমিম আনসারী।
- ✓ শুজা কাজী নামে পরিচিত আরাকানের সরদার পাড়ার অধিবাসী কবি আবদুল করিম অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি 'রোসাঙ্গ পাঞ্চালা' নামে আরাকানের ইতিহাস সংবলিত কাব্যটি রচনা করেন। সেই সাথে ম্রোহংয়ের কবি আবুল ফজলের আদমের লড়াই; আরাকানের কাইমের অধিবাসী কাজী আবদুল করিমের রাহাতুল কুলুব, আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, নুরনামা, মধুমালতী, দরীগে মজলিশ; কাইমের অধিবাসী ইসমাইল সাকেব এর 'বিলকিসনামা'; কাজী মোহাম্মদ হোসেনের আমির হামজা, দেওলাল মতি ও হায়দরজঙ্গ; আরাকানের উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যগ্রন্থ।

লোকসাহিত্য

লোক সাহিত্যঃ

বাংলাদেশের লোক সাহিত্য বাংলা সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এর সৃষ্টি ঘটেছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মাধ্যমে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসার ঘটেছে মৌখিকভাবে, তথাপি বাংলা সাহিত্যকে এ লোক সাহিত্য ব্যাপ্তি প্রদান করেছে, করেছে সমৃদ্ধ। পৃথক পৃথক ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্টি পরিণত হয়েছে জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যে যার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার।

ইতিহাস

৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে মৌর্য রাজবংশ, গুপ্ত রাজবংশ, পাল রাজবংশ, সেন রাজবংশ এবং মুসলিমদের আগমন ঘটেছে। এই অঞ্চলের মানুষ এদের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এরপর পর্তুগাল, ফ্রান্স, এবং ব্রিটিশদের জাহাজ এদেশের বন্দর এ নোঙর ফেলেছে। এরা পণ্যের পাশাপাশি সংস্কৃতিও এদেশে রেখে গেছে। প্রতিটি জাতি শুধু শারীরিকভাবে নয়, সংস্কৃতিরও সহায়তায় এদেশে নিজেদের ছাপ রেখে গেছে এবং এভাবেই এদেশের সংস্কৃতির ভিত রচিত হয়েছে।

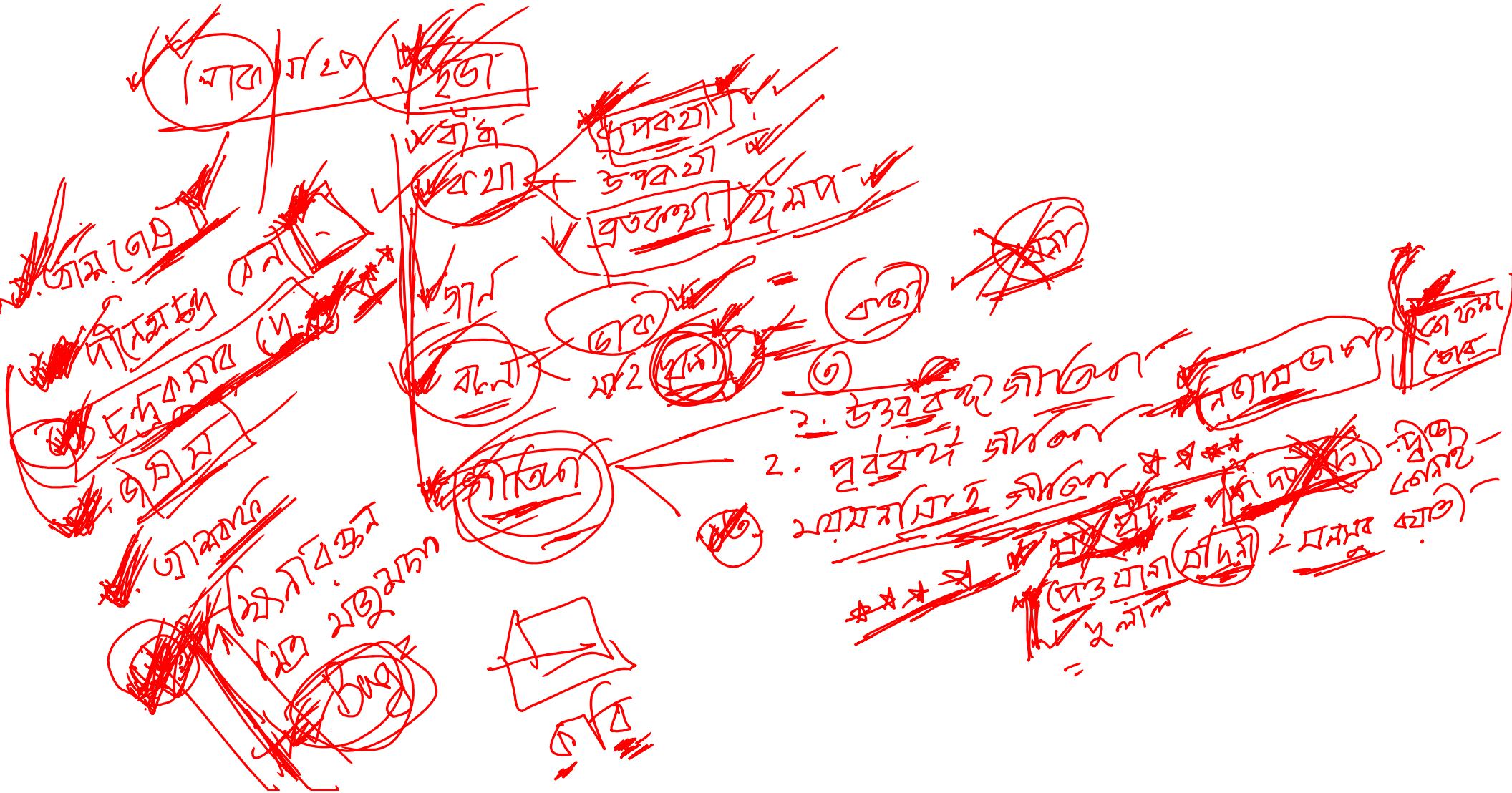

লোকসাহিত্য

বাংলা লোক সাহিত্যের সাধক

- ✓ পল্লীর জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ লোক সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি যাদের সাধারণত বয়াতি বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন রাশিয়ার BAYAT শব্দ থেকে বয়াতি শব্দের উৎপত্তি। বাংলার মাঝিরা নৌকায় পাল তুলে মনের সুখে ভাটিয়ালি গান গায়। দেশের উত্তরাঞ্চলের গাড়োয়ান বা গরুর গারির চালক গাড়ি চালাতে চালাতে ভাওয়াইয়া গানের সুর তুলে। বাউলেরা একতারা বাজিয়ে তাদের তত্ত্ব তুলে ধরেন।
- ✓ তাদের কীর্তি আমাদের সামনে তুলে ধরতে কিছু মানুষ অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। নেত্রকোণা জেলার আইথর নামক স্থানের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলো সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বাংলাদেশের ড. মাযহারুল ইসলাম সাম্প্রতিক সময়ে লোকসাহিত্য সম্পর্কে অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের ধারা ও বিস্তৃতিঃ

- ✓ লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়।
- ✓ সাধারণত কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসসাহিত্য।
- ✓ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ছড়া।
- ✓ প্রাচীন লোকসাহিত্য সংকলন হারামণি এর সম্পাদক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা লোকসাহিত্য সার্থকভাবে উজ্জীবনের পথদ্রষ্টা।
- ✓ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম আলোচনা করেন।
- ✓ ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রকাশিত 'বাংলা লোকসাহিত্য' নামক গ্রন্থে তিনি লোকসাহিত্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ৭ ভাগে ভাগ করেনঃ গীতিকা, লোককাহিনী/কথা, লোক সঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকনাটক।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের ধারা ও বিস্তৃতিঃ

লোকগীতি

বাংলাদেশের সংগীত মূলত কাব্যধর্মী। এদেশীয় সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে মৌখিক সুরের দক্ষতার উপর অধিক নির্ভরশীলতা লক্ষ করা যায়। লোকগীতিকে আমরা সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। এগুলো হচ্ছেঃ প্রেম, ধর্মীয় বিষয়, দর্শন ও ভক্তি, কর্ম ও পরিশ্রম, পেশা ও জীবিকা, ব্যাঙ্গ ও কৌতুক এবং এসবের মিশ্রণ। অন্যদিকে এদেশীয় লোকসাহিত্যে আমরা গানের বিভিন্ন শাখা দেখতে পাই। এগুলো হচ্ছেঃ বাউল গান, ভাটিয়ালি, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, জাগের গান, কবিগান, পূর্ববঙ্গের জারিগান, সারিগান, ঘাটু গান, যাত্রা গান , পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর গান প্রভৃতি।

- পটুয়া সঙ্গীতের বিষয়বস্তু – কৃষ্ণলীলা
- রামায়ণ ও ভাদু গানের বিষয় – প্রকৃতি বন্দনা
- গম্ভীরার বিষয়বস্তু – শিব
- ভাওয়াইয়ার বিষয়বস্তু – প্রেম
- সারি, ঘাটু প্রভৃতির বিষয়বস্তু – রাধা কৃষ্ণ প্রেম

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের ধারা ও বিস্তৃতিঃ

লোকগীতি

একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণঃ

"পরথম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া,
রে বিধি নিদয়া।
হাইলা পৈল মোর সোনার যৌবন মলেয়ার ঝড়ে
মাও বাপে মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে
রে বিধি নিদয়া।"

লোক কাহিনিঃ

গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে লোক কাহিনি বা কথা বলে।

লোক কথা বা কাহিনি কে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- ✓ রূপকথা
- ✓ উপকথা
- ✓ ব্রতকথা

❖ বাংলা ভাষার রূপকথার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর সংগৃহীত রূপকথা হলঃ

- ঠাকুরমার ঝুলি,
- ঠাকুরদার ঝুলি
- দাদামশায়ের থলে
- ঠানদাদির থলে

লোকসাহিত্য

সিলেটের মরমী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লোকঐতিহ্যের অনবদ্য ফসল মরমী সঙ্গীত বা মরমীবাদের গান। প্রাচীন লোকসাহিত্য বা লোকঐতিহ্যের একাংশের রুপান্তর মরমী সাহিত্য। উল্লেখ্য যে, মরমী সঙ্গীত ও বাউল গানকে অধুনা যুগে যদিও এক করে ভাব হয়, কিন্তু এর ইতিহাস সন্ধানি সৈয়দ মোস্তফা কামাল ও অন্যান্যদের কাছে এর ভাবধারায় ভিন্নতা রয়েছে বলে অভিমত পাওয়া যায়।

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া গানের আকরভূমি রংপুর। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নদী-নালা কম থাকায় গরুর গাড়িতে চলাচলের প্রচলন ছিল। আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান রাত্রে গাড়ি চলাবস্থায় বিরহ ভাবাবেগে কাতর হয়ে আপন মনে গান ধরে। উঁচু-নিচু রাস্তায় গাড়ির চাকা পড়লে তার গানের সুরে আধো-ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়ে। এই রকম সুরে ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়া গীতরীতিই 'ভাওয়াইয়া' গানে লক্ষণীয়। এসকল গানে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

লোকসাহিত্য

ভাটিয়ালি

ভাটিয়ালী বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকগীতি। বিশেষ করে নদ-নদী পূর্ণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতেই ভাটিয়ালী গানের মূল সৃষ্টি, চর্চাস্থল এবং সেখানে এ গানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাউলদের মতে ভাটিয়ালী গান হলো তাদের প্রকৃতিতত্ত্ব ভাগের গান। ভাটিয়ালী গানের মূল বৈশিষ্টা হলো এ গানগুলো রচিত হয় মূলত মাঝি, নৌকা, দাড়, গুন ইত্যাদি বিষয়ে।

গম্ভীরা

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়। সনাতন ধর্মালম্বীদের অন্যতম দেবতা শিব। শিবের অপর এক নাম 'গম্ভীর'। শিবের উৎসবে শিবের বন্দনা করে যে গান গাওয়া হত- সেই গানের নামই কালক্রমে হয়ে যায় 'গম্ভীরা'। শিব> গম্ভীর> গম্ভীরা। পালা-গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হত। চৈত্র-সংক্রান্তিতে পালা-গম্ভীরা পরিবেশন করা হত।

লোকসাহিত্য

বাউল গান

বাউল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, সতেরো শতকে বাংলাদেশে বাউল মতের উদ্ভব হয়। এ মতের প্রবর্তক হলেন আউল চাঁদ ও মাধববিবি। বীরভদ্র নামে এক বৈষ্ণব মহাজন সেই সময়ে একে জনপ্রিয় করে তোলেন। লালন সাঁইয়ের গানের মধ্য দিয়ে বাউল ব্যাপক পরিচতি লাভ করে। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মাঝে বাউল গানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে।

কবিগান

কবিগান বাংলা লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা। এই ধারায় লোককবিরা প্রতিযোগিতামূলক গানের আসরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কবিগান সাধারণত দুটি দলের দ্বারা গীত হয়। প্রত্যেকটি দলের নেতৃত্বে থাকেন একজন "কবিয়াল" বা "সরকার"। তার সহকারী গায়কদের বলা হয় "দোহার"। এঁরা সাধারণত নেতার কথাগুলিই পুণরাবৃত্তি করেন।

জারিগান

জারি শব্দটির অর্থ বিলাপ বা ক্রন্দন। এ শব্দটির উৎস-মূল ফার্সি ভাষা। তবে, বাংলায় এসে শব্দটি অর্থ ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশে মহররমের বিশেষ দিনে কারবালার শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে নৃত্যগীত সহকারে যে কাহিনী পরিবেশিত হয় তা সাধারণভাবে জারিগান বলে পরিচিত। ১৭শ শতক থেকে বাংলায় এই গানের ধারা প্রচলিত।

লোকসাহিত্য

ছড়াঃ

ছড়া মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য। এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি সাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। যিনি ছড়া লেখেন তাকে ছড়াকার বলা হয়। 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'ঘুম পাড়ানি ছড়া' ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজি ভাষায় ননসেন্স রাইম প্রচলিত রয়েছে কারণ ছড়ার প্রধান দাবি ধ্বনিময়তা ও সুরঝংকার, অর্থময়তা নয়।

প্রকার

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তার 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে ছড়াকে লৌকিক ছড়া, সাহিত্যিক ছড়া ও আধুনিক ছড়া—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এছাড়াও ছড়াকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়। যেমন- শিশুতোষ ছড়া, রাজনৈতিক ছড়া, ছড়ার ছন্দাশ্রিত কিশোর কবিতা প্রভৃতি। এর মধ্যে শিশুতোষ ছড়া তৈরি হয় কেবলমাত্র শিশু-মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে।

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি মোদের বাড়ী এসো
খাট নাই পালং নাই চোখ পেতে বস
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো
খোকার চোখে ঘুম নেই, ঘুম দিয়ে যেও

POLL QUESTION-03

✪ প্রাচীন লোকসাহিত্য সংকলন হারামণি এর সম্পাদক কে ?

(a) আব্দুল আলিম

(b) রাধারমন গোপ

(c) মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন

(d) ফকির গরীবুল্লাহ

লোকসাহিত্য

প্রবাদ-প্রবচনঃ

মানবসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্যের স্মারক কোনো জনপ্রিয় বিদ্রুপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলে।

প্রবচন হলো প্রজ্ঞাবান, মননশীল বা সৃজনশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সৃষ্টি। এগুলো সাধারণত স্রষ্টার নামেই প্রচলিত হয় (যেমন: খনার বচন)। কবি, সাহিত্যিক বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ এর উদ্ভাবক বা রচয়িতা। যেমন:

- পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে। - কবি কঙ্কণ চণ্ডী
- নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়? - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
- বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা? - রামনিধি গুপ্ত
- অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
  তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। - কাশীরাম দাস
- বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। - সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকসাহিত্য

প্রবাদ-প্রবচনঃ

প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ

অর্থদ্যোতকতার দিক বিবেচনা করে প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- সাধারণ অভিজ্ঞতামূলক: কান টানলে মাথা আসে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
- নীতিমূলক: চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
- সমালোচনামূলক: উচিত কথায় মামা বেজার।
- সামাজিক রীতিবিষয়ক: মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ইত্যাদি।
- ব্যাঙ্গাত্মক: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ঠেলার নাম বাবাজি।

লোকসাহিত্য

ধাঁধাঃ

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি ও উল্লেখযোগ্য শাখা। একে হেঁয়ালিও বলা হয়। ধাঁধায় পল্লীর জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি ধাঁধার মাধ্যমে একটি করে প্রশ্ন করা হয় এবং সেই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার উত্তরটি। প্রশ্ন এবং উত্তর উভয় মিলেই একটি ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

ধাঁধাকে দুভাগে ভাগ করা যায় সাহিত্যাশ্রয়ী এবং লৌকিক।

লৌকিক ধাঁধার মধ্যে যে বিষয়টি সহজ কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়, সাহিত্যিক ধাঁধায় তাই বিচিত্র রূপ ও অলঙ্কারের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়।

সাহিত্যিক ধাঁধার ব্যবহার বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবমঙ্গল কাব্যে এবং নাথসাহিত্যে গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয়, বাউল গান ও কবিগানে বহু সাহিত্যিক ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়।

উদাহরণঃ

বন থেকে বেরুলো টিয়ে

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে

লোকসাহিত্য

মৈমনসিংহ গীতিকাঃ

- মৈমনসিংহ গীতিকা একটি সংকলনগ্রন্থ যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- প্রথম খণ্ডের দশটি পালার রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে।
- এই গানগুলো প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে ১৯২৩-৩২ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলো অন্যান্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন।
- তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইথর নামক স্থানের আধিবাসী চন্দ্রকুমার দে এসব গাথা সংগ্রহ করছিলেন।
- এই গীতিকাটি বিশ্বের ২৩টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।

লোকসাহিত্য

মৈমনসিংহ গীতিকাঃ

উল্লেখযোগ্য পালা

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ড.দীনেশ চন্দ্র সেন মৈমনসিংহ গাথা সংগ্রাহক হিসেবে চন্দ্র কুমার দে মহাশয়ের কাছ থেকে নিম্নের পালাগুলো সংগ্রহ করেন।

- মহুয়া
- চন্দ্রাবতী (রচয়িতা নয়নচাঁদ ঘোষ)
- কমলা
- দেওয়ানা মদিনা (রচয়িতা মনসুর বয়াতী)
- দস্যু কেনারামের পালা (রচয়িতা চন্দ্রাবতী)
- কঙ্ক ও লীলা (দামোদর দাস, রঘুসুর, শ্রীনাথ বেনিয়া এবং নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত)
- মলুয়া (এই পালাটির সূচনাতে মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর একটি বন্দনা রয়েছে বলে এর রচয়িতা হিসেবে চন্দ্রাবতীকে মনে করা হয়)
- দেওয়ান ভাবনা (চন্দ্রাবতী প্রণীত)
- কাজলরেখা
- রূপবতী

লোকসাহিত্য

পূর্ববঙ্গ গীতিকাঃ

- পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের প্রচলিত লোকসাহিত্যকে একত্রে পূর্ববঙ্গ গীতিকা বলা হয়।
- প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা পালাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।
- ১৯২৬ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যে পালাগুলো সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন এবং চন্দ্রকুমার দে তা সংগ্রহ করেন ।
- পরে ১৯৭১-১৯৭৫ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ও সাত খন্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেন।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত পালা সমূহ

চন্দ্রকুমার দে, দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, রজনীকান্ত ভদ্র এবং বিজনবিহারী লালের সংগৃহীত এই পালাগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশাধীক। তার মধ্য থেকে কিছু নিম্নে দেয়া হলঃ

লোকসাহিত্য

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত পালা সমূহ

- ধোপার পাট
- মইষাল বন্ধু
- কাঞ্চনমালা
- কমলা রাণীর গান
- মদনকুমার ও মধুমালা
- পরীবানুর হঁলা
- মলকাবানু মনুমিয়ার হঁলা
- নছর মালুম
- দেওয়ান মনোহর ও মজুনা
- নেজাম ডাকাতের পালা
- দেওয়ান ঈশা খাঁ
- মাঞ্জুর মা
- কাফনচোরা
- ভেলুয়া
- হাতি খেদার গান
- আয়না বিবি
- কমল সদাগর
- চৌধুরীর লড়াই
- গোপিনী কীর্তন
- সূজা তনয়ার বিলাপ
- বার তীর্থে গান
- নূরুন্নেছা ও কবরের কথা
- বন্ডুলার বারমাসী
- শিলাদেবী

লোকসাহিত্য

সিলেট গীতিকাঃ

- সিলেটের লোক-মানুষের রচিত মৌখিক কেচ্ছা, কাহিনী, যাত্রা-পালা ইত্যাদি লোক-ভাণ্ডারকে এক সাথে সিলেট গীতিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
- অধ্যাপক আসাদ্দর আলীর প্রদত্ত তালিকা অনুসারে ১২০টি লোকগাথাকে সিলেট গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় চন্দ্রকুমার দে পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল থেকে যে সব গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পর্যায়ক্রম পুর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- এছাড়া চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী থেকে ১০ টি গীতিকা নির্বাচন করে একত্রে সিলেট গীতিকা নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

সিলেট গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত পালা সমূহ

দেওয়ানা মদিনা, আলাল দুলাল, আধুয়া সুন্দরী চুরত জামাল, দেওয়ান কটুমিয়া ইত্যাদি।

লোকসাহিত্য

কবিওয়ালা ও শাঁয়েরঃ

- আঠার শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে কবিগানের রচয়িতা 'কবিওয়ালা বা সরকার' এবং মুসলমান সমাজে দোভাষী পুঁথি রচয়িতা 'শায়ের'-এর আবির্ভাব ঘটে।
- শিল্প নিপুণতার দিক থেকে কবিগান ও দোভাষী পুঁথির সাহিত্যমান উঁচু না হলেও এগুলো বাঙালি জনসাধারণকে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে।
- ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় কাল (১৭৬০-১৮৬০) পর্যন্ত কবিওয়ালা ও শায়েরদের জনপ্রিয়তা ছিল।
- কবিওয়ালারা 'কবিগান' রচনা করতেন।
- গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।
- সমাজ জীবনের উৎসব-আনন্দের প্রয়োজনে কবিগানের আসর বসতো। কবিগানের আসরে একজন প্রধান গায়ক এবং কয়েকজন সহকারী থাকত। সহকারীদের বলা হতো 'দোহার'। সহকারীরা সাধারণত প্রধান গায়কের কথাগুলি পুণরাবৃত্তি করতো।

লোকসাহিত্য

কবিওয়ালা ও শাঁয়েরঃ

- ১৮৫৪ সালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম কবিগান সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই কবিগানের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে।
- কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- গোঁজলা গুই, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে, কেষ্টা মুচি, নিলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রমুখ।
- বরিশালের মুকুন্দ দাস, মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানী প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কবিওয়ালা।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল চট্টগ্রামের রমেশ শীল। তিনি মাইজভান্ডারি তরিকার প্রবর্তক সৈয়দ আহমদুল্লাহর ভক্ত এবং মাইজভান্ডারী গানের কিংবদন্তি গায়ক।
- **শায়ের :** শায়ের আরবি শব্দ অর্থ কবি। মুসলমান সমাজের শায়েরগণ 'দোভাষী পুঁথি' রচনা করতেন। শায়েরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আঠার শতকের ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা। উনিশ শতকের মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, আয়েজুদ্দিন, জনাব আলী, মনিরুদ্দিন, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ মুনশী, আরিফ, তাজউদ্দিন, আব্দুল ওহাব, সাদ আলী, রেজাউল্লাহ প্রমুখ।

POLL QUESTION-04

✪ পাঁচালী গানের শক্তিমান কবি কে ছিলেন ?

(a) দাশরথি রায়

(b) নিধু বাবু

(c) ভোলানাথ

(d) রামমোহন বসু

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ ‘খনার বচন’ –এর মূলভাব কী? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) লৌকিক প্রণয়সঙ্গীত
(খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি
(গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ
(ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

➲ ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র লোকপালা সমূহের সংগ্রাহক কে? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
(খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(গ) চন্দ্রকুমার দে
(ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

➲ ‘গোরক্ষ বিজয়’ কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) শৈবধর্ম
(খ) বৌদ্ধ সহজযান
(গ) নাথধর্ম
(ঘ) কোনোটি নয়

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কী জাতীয় রচনার সংকলন? [৩০তম বিসিএস]

(ক) রূপকথা (খ) ছোটগল্প

(গ) গ্রাম্যগীতিকা (ঘ) রূপকথা-উপকথা

➲ লোকসাহিত্য কাকে বলে? [২৮তম বিসিএস]

(ক) গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে

(খ) লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে

(গ) লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি, গান, ছড়া ইত্যাদিকে

(ঘ) গ্রামীণ অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

➲ মৈমনসিংহ গীতিকার ‘মহুয়া’ পালাটির রচয়িতা- [২৬তম বিসিএস]

(ক) দ্বিজ কানাই (খ) মনসুর বয়াতি

(গ) নয়ানচাঁদ ঘোষ (ঘ) দ্বিজ ঈশান

পুঁথিসাহিত্য

পুঁথিসাহিত্যঃ

- সংস্কৃত শব্দ 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে পুথি শব্দটির উৎপত্তি। এর নাসিক্য উচ্চারণ পুঁথি। হাতে লেখা বইকে আগে 'পুস্তিকা' বলা হতো।
- যেহেতু আগের দিনে ছাপাখানা ছিল না, তাই তখন হাতে পুঁথি লেখা হতো। প্রাচীন বা মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্য হাতে লিখতে হয়েছিল এবং এদের একাধিক সংস্করণও তৈরি হয়েছিল হাতে লিখে। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকেই পুঁথিসাহিত্য বলা হয়।
- কলকাতার বটতলার ছাপাখানার বদৌলতে প্রচার লাভ করে বলে এগুলি 'বটতলার পুথি' নামেও পরিচিত হয়।
- গবেষকগণ ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও বাক্যরীতির দিক থেকে বিচার করে প্রথমে এগুলিকে দোভাষী পুথি এবং পরবর্তীকালে 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য' বলে অভিহিত করেন।

পুঁথিসাহিত্য

পুঁথি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিঃ

- পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি হুগলী জেলার কালিয়া পরগণার হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
- তাঁর কাব্যগুলো হলঃ
  - ইউসুফ-জোলেখা
  - আমীর হামজা (১ম অংশ)
  - জঙ্গনামা
  - সোনাভান
  - সত্যপীরের পুঁথি
- সৈয়দ হামজা ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহর অনুসারী। তাঁর কাব্যগুলো হলঃ আমীর হামজা কাব্যের শেষ অংশ , মধুমালতী, হাতেম তাঈ, জৈগুনের পুঁথি
- এছাড়া মোহাম্মদ দানেশ (গ্রন্থঃ নুরুল ইমান, চাহার দরবেশ), আব্দুল হাকিম, আব্দুল গফুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন।

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তগর্ত নয়? [৪০তম বিসিএস]

(ক) মৈমনসিংহ গীতিকা
(খ) ইউসুফ জুলেখা
(গ) পদ্মাবতী
(ঘ) লাইলী মজনু

➲ এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) কবিগান
(খ) পুঁথি সাহিত্য
(গ) নাথ সাহিত্য
(ঘ) বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

➲ কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
(খ) ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
(গ) সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে
(ঘ) উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

➲ কবি গানের প্রথম কবি কে? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) গোঁজলা পুট [গুই]
(খ) হরু ঠাকুর
(গ) ভবানী ঘোষ
(ঘ) নিতাই বৈরাগী

➲ দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়? [২২তম বিসিএস]

(ক) দুই ভাষায় রচিত পুঁথি
(খ) কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
(গ) তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
(ঘ) আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

➲ 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে? [১৪তম বিসিএস]

(ক) আলাওল
(খ) ফকির গরীবুল্লাহ
(গ) সৈয়দ হামজা
(ঘ) রেজাউদ্দৌলা

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়